কাশ্‌ফুশ্‌ শুবহাত

(সংশয় নিরসন)

মূল ঃ
শায়খ মুহাম্মাদ বিন
সুলায়মান আল-তামীমী (রঃ)

অনুবাদ ঃ
আবদুল মতীন
আবদুর রহমান

সম্পাদনা ঃ
ইঞ্জিনিয়ার
মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

শেখ ছালেহ বিন 'আব্দুল
'আযীয আল-রাজী
ও তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দের
সৌজন্যে প্রকাশিত
[আল্লাহ্‌ তাদেরকে, তাদের পিতামাতা ও
এ প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষমা করুন]

কাশ্‌ফুশ্‌ শুবহাত

(সংশয় নিরসন)

মূল ঃ
শায়খ মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আল-তামীমী (রঃ)

অনুবাদ ঃ
আবদুল মতীন আবদুর রহমান

সম্পাদনা
ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

শেখ ছালেহ্‌ বিন আবদুল আযীয আল-রাজী
ও তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সৌজন্যে প্রকাশিত
(আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের পিতা-মাতা ও এ প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষমা করুন)

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মাদ মুজীবর রহমান
২২/২২ খিলজী রোড
মুহাম্মাদপুর
ঢাকা- ১২১৫

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩১৩ হিজরী (১৯৯২ ঈসায়ী)
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩১৫ হিজরী (১৯৯৪ ঈসায়ী)
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩১৭ হিজরী (১৯৯৬ ঈসায়ী)

[FOR FREE DISTRIBUTION – বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

কম্পিউটার টাইপসেট ও মুদ্রণ ঃ
almaimana আমকোগ্রাফিক্স
আল-মাইমানা কম্পিউটার গ্রাফিক্স
১৫ এ, পুরানা পল্টন (দোতলা)
ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের বক্তব্য

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ উপর দরূদ। শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজন এবং আসহাবের উপর।

অতঃপর ঃ মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার এবং বিদা'আত ও কুসংস্কার মুক্ত সঠিক দ্বীনকে তাদের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে সঊদী আরবের ইসলামী গবেষণা, ইফ্‌তা, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের প্রধান কার্যালয়, যে সকল বিষয়ে মুসলিমদের সঠিক জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, সে ধরণের মৌলিক বিষয় সমূহের সমাধান সম্বলিত কতকগুলো বই মুদ্রণ করে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জনাব আবদুল মতীন আবদুর রহমান কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনুদিত এই বইখানা উক্ত বই সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে ইসলামের খিদমতকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশ গ্রহণের জন্য এবং বাংলা ভাষাভাষী জাতির মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি ও উহার মূল্যবোধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করার জন্য এই বই সংশোধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হলো। আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা – তিনি যেন ইহা দ্বারা মুসলিমদেরকে উপকৃত করেন এবং তিনিই মানুষের মঙ্গলকারী।

বিনীত –
মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
২২/২২ খিলজী রোড
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা - ১২১৫
বাংলাদেশ

www.pathagar.com

বিষয় সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঃ রাসূলগণের প্রথম দায়িত্ব ইবাদতে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতিষ্ঠা	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ তাওহীদে রবূবিয়াত বনাম তাওহীদ ফীল 'ইবাদত	৬
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ এর প্রকৃত তাৎপর্য	৯
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ তাওহীদের জ্ঞান লাভ আল্লাহ্‌র এক বিরাট নি'আমত	১০
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ জিন ও ইনসানের শত্রুতা-নবী ও অলীদের সাথে	১২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ কিতাব ও সুন্নাহর অস্ত্র সজ্জা	১৩
সপ্তম অধ্যায়	ঃ বাতিল পন্থীদের দাবী সমূহের খণ্ডন	১৫
অষ্টম অধ্যায়	ঃ দু'আ 'ইবাদতের সারৎসার	২১
নমব অধ্যায়	ঃ শরী'আত সম্মত শাফা'আত এবং শিরকী শাফা'আতের মধ্যে পার্থক্য	২৩
দশম অধ্যায়	ঃ নেক লোকদের নিকট বিপদ আপদে আশ্রয় প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করা শির্‌ক	২৫
একাদশ অধ্যায়	ঃ আমাদের যুগের লোকদের শির্‌ক অপেক্ষা পূর্ববর্তী যুগের লোকদের শির্‌ক ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা	২৯
দ্বাদশ অধ্যায়	ঃ ফরয-ওয়াজিব পালনকারী তাওহীদ বিরোধী কাজ করলে কাফির হয় না– এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন	৩২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ঃ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শির্‌ক হতে যারা তওবা করে তাদের সম্বন্ধে হুকুম কি ?	৩৮
চতুর্দশ অধ্যায়	ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমা মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট নয়	৩৯
পঞ্চদশ অধ্যায়	ঃ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য	৪২
ষোড়শ অধ্যায়	ঃ শর'য়ী 'ওযর ছাড়া কায়মনোবাক্যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা	৪৪

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

রাসূলগণের প্রথম দায়িত্ব ঃ ইবাদতে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতিষ্ঠা

প্রথমেই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তাওহীদের অর্থ পাক পবিত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ইবাদতকে এককভাবে সুনির্দিষ্ট করা, আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূলগণের দ্বীন – যে দ্বীনসহ আল্লাহ্ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই রাসূলগণের প্রথম হচ্ছেন নূহ 'আলায়হিস্ সালাম। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর কওমের নিকট সেই সময় পাঠালেন, যখন তারা ওদ্দা, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাস্‌র নামীয় কতিপয় সৎ লোকের ব্যাপারে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি করে চলছিল। আর সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন মুহাম্মাদ ﷺ যিনি ঐ সব নেক লোকদের মূর্তি ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে এমন সব লোকের মধ্যে প্রেরণ করেন যারা ইবাদত করত, হজ্জ করত, দান খয়রাত করত এবং আল্লাহ্‌কেও অধিক মাত্রায় স্মরণ করত। কিন্তু তারা কোন কোন সৃষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুকে আল্লাহ্ এবং তাদের মাঝে মাধ্যম রূপে দাঁড় করাত। তারা বলত, তাদের মধ্যস্থতায় আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করি, আর আল্লাহ্‌র নিকট (আমাদের জন্য) তাদের সুপারিশ কামনা করি। তাদের এই নির্বাচিত মাধ্যমগুলো হচ্ছে ঃ মালাইকা, ঈসা, মারইয়াম এবং মানুষের মধ্যে যাঁরা সৎকর্মশীল – আল্লাহ্‌র ছালেহ বান্দা। অবস্থার এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ প্রেরণ করলেন মহা-নবী মুহাম্মাদকে ﷺ তাঁর পূর্ব পুরুষ ইব্‌রাহীম 'আলায়হিস্ সালামের দ্বীনকে নব প্রাণ শক্তিতে উজ্জীবিত করার জন্য। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের এই পথ এবং এই প্রত্যয় একমাত্র আল্লাহ্‌রই হক। এর কোনটিই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ-ধন্য কোন মালাইকা কিংবা কোন প্রেরিত রাসূলের জন্যও সিদ্ধ নয়। অন্যরা তো পরের কথা ! তা ছাড়া ঐ সব মুশরিকরা সাক্ষ্য দিত যে, আল্লাহ্ একমাত্র সৃষ্টি-কর্তা, সৃষ্টিতে তার কোন শরীক নেই। বস্তুতঃ তিনিই একমাত্র রিয্‌কদাতা, তিনি ছাড়া রিয্‌ক দেয়ার আর কেউ নেই। জীবনদাতাও একমাত্র তিনিই, আর কেউ জীবন দিতে সক্ষম নয়। তিনিই

www.pathagar.com

মৃত্যু দেন, আর কেউ মৃত্যু দিতে পারে না। বিশ্ব জগতের একমাত্র পরিচালকও তিনিই, আর কারোরই পরিচালনার ক্ষমতা নেই। সপ্ত আকাশ ও যা কিছু তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে সব কিছুই তাঁরই অনুগত দাসানুদাস, সবই তাঁর ব্যবস্থাধীন এবং সব কিছুই তাঁরই প্রতাপে এবং তাঁরই আয়ত্তাধীনে নিয়ন্ত্রিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাওহীদে রবুবিয়াত বনাম তাওহীদ ফিল ইবাদত

[রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সব মুশ্‌রিকের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা তাওহীদে রবুবিয়াত অর্থাৎ আল্লাহ্ যে মানুষের রব-প্রতিপালক একথা স্বীকার করত, কিন্তু এই স্বীকৃতি ইবাদতে শির্‌ক এর পর্যায় থেকে তাদেরকে বের ক'রে আনতে পারেনি — আলোচ্য অধ্যায়ে তারই বিশদ বিবরণ দিতে চাই।]

যে সব কাফিরের সঙ্গে রাসূল ﷺ যুদ্ধ করেছেন তারা তাওহীদের রবুবিয়তের সাক্ষ্য প্রদান করত – এই কথার প্রমাণ আল্লাহ্ তা'য়ালার নিম্নলিখিত বাণী ঃ

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ- أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ، فَسَيَقُلُوْنَ اللّٰهُ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ. [سورة يونس : ٣١]

অর্থাৎ ((তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক ? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন ? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা ? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্ ! তখন তুমি বল ঃ তারপরেও ভয় করছ না ?)) । (সূরা যুনুস, ১০ ঃ ৩১ আয়াত) ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَآ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ، قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ، قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ۝

[سورة مؤمنون : ٨٤-٨٩]

অর্থাৎ ((বল ঃ পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তা কার? যদি তোমরা জানো তবে বল। তারা বলবে ঃ সবই আল্লাহ্র। বল ঃ তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? বল ঃ সপ্তাকাশ ও মহা আরশের মালিক কে? তারা বলবে ঃ আল্লাহ্। বল ঃ তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ? বল ঃ যদি তোমরা জানো তবে বল, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। তারা বলবে ঃ আল্লাহ্র। বল ঃ তবু তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?)) (সূরা মু'মিনুন ২৩ ঃ ৮৪-৮৯ আয়াত)।

অনুরূপ আরও অনেক আয়াত রয়েছে। যখন এ সত্য স্বীকৃত হলো যে, তারা আল্লাহ্র রবুবিয়তের গুণাবলী মেনে নিয়েছিল অথচ আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাদেরকে সেই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি, যার প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর তুমি এটাও অবগত হলে যে, যে তাওহীদকে তারা অস্বীকার করেছিল সেটা ছিল তাওহীদে ইবাদত (ইবাদতে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা)। আমাদের যুগের মুশরিকরা একে "ই'তেকাদ" বলে থাকে। তাদের ঐ "ই'তেকাদের" নমুনা ছিল এই যে, তারা আল্লাহ্কে দিবানিশি আহ্বান করত, আর তাদের অনেকেই আবার মালাইকাদেরকে এজন্য আহ্বান করত যে, মালাইকাগণ তাদের সৎ স্বভাব ও আল্লাহ্র নৈকট্যে অবস্থান হেতু তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে; অথবা তারা কোন পুণ্যবান ব্যক্তি কিংবা নবীকে ডাকতো। যেমন 'লাত' বা ঈসা (আঃ)।

আর এটাও তুমি জানতে পারলে যে, মহানবী ﷺ তাদের সঙ্গে এই প্রকার শির্কের জন্য যুদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন

www.pathagar.com

যেন তারা একক আল্লাহ্‌র জন্যই তাদের ইবাদতকে খালিছ (নির্ভেজাল) করে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

وَأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ۝ [سورة جن : ١٨]

অর্থাৎ ((আর এই অহী করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না))। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১৮ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত একথাও বলেন ঃ

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهٖ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ۝
[الرعد:١٤]

অর্থাৎ ((সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই জন্য, তাঁকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, তারা তাদের সে ডাকে কোনও সাড়া দিতে পারে না))। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৪ আয়াত)।

এটাও বাস্তব সত্য যে, মহানবী ﷺ তাদের সঙ্গে এই জন্যই যুদ্ধ করেছেন যেন তাদের যাবতীয় প্রার্থনা আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়; যাবতীয় কুরবানীও আল্লাহ্‌র জন্যই নিবেদিত হয়, যাবতীয় নযর নেয়াযও আল্লাহ্‌র জন্যই উৎসর্গিত হয়; সমস্ত আশ্রয় প্রার্থনা আল্লাহ্‌র সমীপেই করা হয় এবং সর্ব প্রকার ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট হয়।

এবং তুমি এটাও অবগত হলে যে, তাওহীদে রবূবিয়ত সম্বন্ধে তাদের স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করে দেয়নি এবং মালাইকা, নবী ও অলীগণের সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে সুপারিশ লাভের ইচ্ছা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের বাসনা এমন মারাত্মক অপরাধ যা তাদের জান মালকে মুসলিমদের জন্য হালাল করে দিয়েছিল।

এখন তুমি অবশ্য বুঝতে পারছ যে, আল্লাহ্‌র রাসূলগণ কোন্ তাওহীদের প্রতি দা'ওয়াত দিয়েছিলেন, আর মুশরিকরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর প্রকৃত তাৎপর্য

[লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ – এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে তাওহীদে ইবাদত। বর্তমান যুগে ইসলামের দাবীদারগণের তুলনায় রাসূলুল্লাহ্র ﷺ সময়ের কাফিররা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর অর্থ বেশী ভাল জানতো। বক্ষমাণ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে।]

কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর অর্থ ও তাৎপর্য বলতে যা বুঝায় তা-ই হচ্ছে তাওহীদে ইবাদত। কেননা, তাদের নিকট "ইলাহ" হচ্ছেন সেই সত্তা যাকে বিপদাপদে ডাকা হয়, যার জন্য নযর নেয়ায পেশ করা হয়, যার নামে পশু পাখী যবেহ করা হয় এবং যার নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়। কিন্তু এই সব বিষয়ে যদি মালাইকা, নবী, অলী, বৃক্ষ, কবর, জিন প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা জানান হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাদেরকেই 'ইলাহ' এর আসনে বসান হয়। নবীগণ কাফিরদেরকে একথা বুঝাবার প্রয়োজন বোধ করেননি যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন স্রষ্টা, আহার-দাতা এবং সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপক পরিচালক। কেননা, কাফিররা এটা ভাল করেই জানত এবং স্বীকার করত যে, এই সব গুণাবলী অর্থাৎ সৃষ্টি করা, আহার দান এবং ব্যবস্থাপনা একমাত্র একক আল্লাহ্র জন্য সুনির্দিষ্ট – আর কারোরই তা করার ক্ষমতা নেই। (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি)। এছাড়া সে যুগের মুশরিকরা "ইলাহ" এর সেই অর্থই বুঝত যা আজকালের মুশরিকরা "সাইয়েদ", "মুর্শিদ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে। নবী কারীম ﷺ তাদের নিকট যে কালেমায়ে তাওহীদের জন্য আগমন করেছিলেন সেটা হচ্ছে "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ"। আর এই কালেমার প্রকৃত তাৎপর্যই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য, শুধু মাত্র এর শব্দগুলিই উদ্দেশ্য নয়।

জাহিল কাফিররাও এ কথা জানত যে, এই কালেমা থেকে নবী কারীমের ﷺ উদ্দেশ্য ছিল ঃ যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে আল্লাহ্র সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা (তাঁর সঙ্গে বান্দার একমাত্র সম্পর্ক খালেক ও মাখলুক তথা মা'বুদ ও আব্দের সম্পর্ক), তাঁকে ছেড়ে আর যাকে বা যে বস্তুকে উপাসনা করা হয় তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং এর থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র রাখা। কেননা, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

www.pathagar.com

কাফিরদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বল ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" — নেই কোন মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া, তখন তারা বলে উঠল ঃ

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝ [سورة ص : ٥]

অর্থাৎ ((সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে ? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার)) । (সূরা সাদ , ৩৮ ঃ ৫ আয়াত)।

যখন তুমি জানতে পারলে যে, জাহিল কাফিররাও কালেমার অর্থ বুঝে নিয়েছিল, তখন এটা কত বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, জাহিল কাফিররাও কালেমার যে অর্থ বুঝতে পেরেছিল, ইসলামের (বর্তমান) দাবীদাররা তাও বুঝে উঠতে সক্ষম হচ্ছে না ! বরং এরা মনে করছে, কালেমার আক্ষরিক উচ্চারণই যথেষ্ট, তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে অন্তর দিয়ে প্রত্যয় পোষণ করার প্রয়োজন নেই । কাফিরদের মধ্যে যারা ছিল বুদ্ধিমান, তারা এ কালেমার অর্থ সম্বন্ধে জানত যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া নেই কোন সৃষ্টিকর্তা, নেই কোন রুযীদাতা এবং একমাত্র তিনিই সব কিছুর পরিচালক, সব বিষয়ের ব্যবস্থাপক ।

অতএব, ঐ মুসলিম নামধারীর মধ্যে কি মঙ্গল থাকতে পারে যার চেয়ে জাহিল কাফিরও কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ বেশী বুঝে ?

চতুর্থ অধ্যায়

তাওহীদের জ্ঞানলাভ আল্লাহ্র এক বিরাট নি'আমত

[এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় তাওহীদ সম্পর্কে মু'মিনের জ্ঞান লাভ তার প্রতি আল্লাহ্র এমন এক নি'আমত যে জন্য আনন্দ প্রকাশ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং এর থেকে বঞ্চনা তার জন্য ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।]

নিম্নের চারটি বক্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর তুমি দুটি বিষয়ে উপকৃত হতে পারবে । বক্তব্য গুলো এই ঃ

১। আন্তরিক প্রত্যয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যা' তুমি জ্ঞাত হয়েছ ।

www.pathagar.com

২। আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌ক করার ভয়াবহ পরিণতি – যে সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাঁর পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করে বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ٥ [سورة النساء : ٤٨]

অর্থাৎ ((নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না । তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে এক মহাপাপ করে))। (সূরা নিসাা, ৪ ঃ ৪৮)।

৩। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নবীগণ যে দ্বীন সহ প্রেরিত হয়েছেন সে দ্বীন ছাড়া আল্লাহ্‌ অন্য কোন দ্বীনই কবুল করবেন না ।

৪। আর অধিকাংশ লোক দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ ।

যে দুটি বিষয়ে তুমি উপকৃত হতে পারবে তা হল এই ঃ

এক ঃ আল্লাহ্‌র অবদান ও তাঁর রহমতের উপর সন্তুষ্টি, যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ، هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٥ [سورة يونس : ٥٨]

অর্থাৎ ((বল ঃ ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় ; সুতরাং , এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত । এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে, যা সঞ্চয় করছ)) । (সূরা যুনুস, ১০ ঃ ৫৮ আয়াত)।

দুই ঃ তুমি এর থেকে ভীষণ ভয়ের কারণও বুঝতে পারলে । কেননা, যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, মানুষ তার মুখ থেকে একটা কুফরী কথা বের করলেও সে জন্য সে কাফির হয়ে যায়, এমন কি যদি সে উক্ত কথাটি অজ্ঞতা বশতঃ বলে ফেলে তবুও তার কোন ওযর আপত্তি থাকে। এই যখন প্রকৃত অবস্থা, তখন যে ব্যক্তি মুশরিকদের 'আক্বীদার অনুরূপ 'আক্বীদা পোষণ করে, আর বলে থাকে যে, অমুক কথা আমাকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দিবে তখন তার অবস্থা কি হতে পারে ? এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে,

www.pathagar.com

ক্বোর'আনে বর্ণিত মুসার (আঃ) ঘটনাটি, যে ঘটনায় মুসার (আঃ) কওম সৎ ও জ্ঞানী গুণী হওয়া সত্বেও বলেছিল ঃ

اِجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ . [سورة الاعراف : ١٣٨]

অর্থাৎ ((আমাদের ইবাদতের জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি বানিয়ে দিন)) । (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৮ আয়াত)।

অতএব, উপরে বর্ণিত ঘটনাটি অনুরূপ বিষয় হতে শুদ্ধি লাভে তোমাকে অধিকতর প্রলুব্ধ করবে ।

পঞ্চম অধ্যায়

জিন ও ইনসানের শত্রুতা — নবী ও অলীদের সাথে

[আলোচ্য বিষয় ঃ আল্লাহ্‌র নবী এবং আল্লাহ্‌র অলীদের বিরুদ্ধে মানুষ এবং জিনদের মধ্য হতে অনেক দুশমন থাকার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল রয়েছে আল্লাহ্‌র হিকমত] ।

জেনে রাখ যে, পাক পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম হিকমত এই যে, তিনি এই তাওহীদের নিশান বরদার রূপে এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যাঁর পিছনে দুশমন দাঁড় করিয়ে দেননি ।

দেখ ! আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুর'আনে বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا . [سورة الانعام ١١٢]

অর্থাৎ ((আর এমনি ভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে))। (সূরা আন'আম, ৬ঃ ১১২ আয়াত)।

আবার কখনও তাওহীদের শত্রুদের নিকট থাকে অনেক বিদ্যা, বহু কিতাব ও বহু যুক্তি প্রমাণ । যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত বলেন ঃ

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ .
[سورة مؤمن : ٨٣]

www.pathagar.com

অর্থাৎ ((তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত)) । (সূরা গাফির / মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৩ আয়াত)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিতাব ও সুন্নাহ্‌র অস্ত্রসজ্জা

[আলোচ্য বিষয় ঃ শত্রু পক্ষের সৃষ্ট সন্দেহাদি ভঞ্জনের জন্য কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র অস্ত্রসজ্জায় তাওহীদবাদীকে অবশ্যই সজ্জিত থাকতে হবে ।]

যখন তুমি জানতে পারলে যে, নবী ও অলীদের পিছনে দুশমন দল নিয়োজিত রয়েছে, আর এ কথাও জানতে পারলে যে, আল্লাহ্‌র পথের মোড়ে উপবিষ্ট দুশমনরা হয়ে থাকে কথাশিল্পী, বিদ্বান এবং যুক্তিবাগীশ, তখন তোমার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে সেই সব বিষয় শিক্ষা করা যা তোমার জন্য হয়ে উঠবে এমন এক কার্যকর অস্ত্র যে অস্ত্র দ্বারা তুমি ঐ শয়তানদের সঙ্গে মুকাবিলা এবং সংগ্রাম করতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ্‌র পবিত্র কুর'আনে শয়তান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকে উদ্দেশ্য করে বলে ঃ

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ • ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ •

[سورة الاعراف : ١٦-١٧]

অর্থাৎ ((নিশ্চয়ই আমি আপনার সরল পথে ওৎ পেতে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না)) । (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬-১৭ আয়াত)।

কিন্তু যখন তুমি আল্লাহ্‌র পানে অগ্রসর হবে ও আল্লাহ্‌র দলীল প্রমাণাদির প্রতি তোমার হৃদয়-মন ও চোখ-কানকে ঝুকিয়ে দেবে, তখন তুমি হয়ে উঠবে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত । কারণ, তখন তুমি তোমার জ্ঞান ও যুক্তি প্রমাণের মুকাবিলায় শয়তানকে দুর্বল দেখতে পাবে ।

www.pathagar.com

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا . [سورة النساء : ٧٦]

অর্থাৎ ((নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল))। (সূরা নিসা, ৪ঃ ৭৬ আয়াত)।

একজন সাধারণ মুওয়াহ্হিদ ব্যক্তি হাজার মুশরিক পণ্ডিতের উপর জয় লাভের সামর্থ রাখে। কুর'আন বজ্রগম্ভীর ভাষায় ঘোষণা করছেঃ

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُونَ [سورة الصفة : ١٧٣]

অর্থাৎ ((আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী))। (সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ঃ ১৭৩ আয়াত)।

আল্লাহ্র বাহিনীগণ যুক্তি ও কথার বলে জয়ী হয়ে থাকেন, যেমন তারা জয়ী হয়ে থাকেন তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্র বলে। ভয় হয় ঐসব মুওয়াহ্হিদদের জন্য যাঁরা বিনা অস্ত্রে পথ চলেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এমন এক কিতাব দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন যার ভিতর তিনি প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে কিতাবটি হচ্ছে "স্পষ্ট ব্যাখ্যা বা পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য।" ফলে বাতিলপন্থীরা যে কোন দলীল নিয়েই আসুক না কেন তার খণ্ডন এবং তার অসারতা প্রতিপাদন করার মত যুক্তি প্রমাণ খোদ কুরআনেই বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. [سورة الفرقان : ٣٣]

অর্থাৎ ((তারা তোমার কাছে কোন সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি তোমাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি))। (সূরা ফুরকান, ২৫ঃ ৩৩ আয়াত)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় মুফাস্সির বলেছেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত বাতিলপন্থীরা যে যুক্তিই উপস্থাপিত করুক না কেন, এই আয়াত সামগ্রিক ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, কুর'আন তা খণ্ডনের শক্তি রাখে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

বাতিলপন্থীদের দাবীসমূহের খণ্ডন — সংক্ষিপ্তাকারে ও বিস্তারিতভাবে

আমাদের সমসাময়িক যুগের মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করে থাকে, আমি তার প্রত্যেকটির জবাবে সেই সব কথাই বলব যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

বাতিলপন্থীদের কথার জবাব আমরা দুই পদ্ধতিতে প্রদান করব ঃ (১) সংক্ষিপ্তাকারে এবং (২) তাদের দাবী সমূহ বিশ্লেষণ করে বিশদ ভাবে।

(১) সংক্ষিপ্ত জবাব

আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও এটা হবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত কল্যাণবহ, সেই সব ব্যক্তির জন্য যাদের প্রকৃত বোধ-শক্তি আছে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَأُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ. [سورة ال عمران:٧]

অর্থাৎ ((তিনিই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক। অতএব, যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর অনুসরণ করে। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না))। (সূরা আল ইমরান, ৩ ঃ ৭ আয়াত)।

নবী কারীম ﷺ হতেও এটা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ (যখন তুমি ঐ সমস্ত লোকদের দেখবে যারা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট আয়াতগুলির অনুসরণ করছে তখন বুঝে নেবে যে, ওরা সেই সব লোক

www.pathagar.com

যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন, ঐসব লোকদের ব্যাপারে তোমরা হুশিয়ার থাক)। (বুখারী ও মুসলিম)।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, মুশ্‌রিকদের মধ্যে কতক লোক বলে থাকে ঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . [سورة يونس : ٦٢]

অর্থাৎ ((মনে রেখো ঃ যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু , তাদের না কোন ভয় -- ভীতি আছে , না তারা বিষণ্ণ হবে))। (সূরা য়ূনুস, ১০ ঃ ৬২ আয়াত)।

তারা আরও বলে ঃ নিশ্চয়ই সুপারিশের ব্যাপারটি অবশ্যই সত্য, অথবা বলেঃ আল্লাহ্‌র নিকট নবীদের একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কিংবা নবী কারীম ﷺ এর এমন কথার তারা উল্লেখ করবে যা থেকে তারা তাদের বাতিল বক্তব্যের পক্ষে দলীল পেশ করতে চাইবে, অথচ তুমি বুঝতেই পারবে না যে, যে কথার তারা অবতারণা করছে তার অর্থ কি ?

এরূপ ক্ষেত্রে তার জবাব এভাবে দিবে ঃ

আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেনঃ "যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুহ্‌কাম (অদ্ব্যর্থ) আয়াতগুলো বর্জন করে থাকে, আর মুতাশাবেহ্ (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতের পিছনে ধাবিত হয়।" আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ মুশরিকরা আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তবু আল্লাহ্ তাদেরকে কাফির রূপে অভিহিত করেছেন এজন্যই যে, তারা মালাইকা, নবী ও অলীদের সঙ্গে ভ্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করে বলে থাকে ঃ

هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ . [سورة يونس : ١٨]

অর্থাৎ ((এরা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সুপারিশকারী))। (সূরা য়ূনুস, ১০ ঃ ১৮ আয়াত)।

এটি একটি মুহ্‌কাম আয়াত যার অর্থ পরিষ্কার । এর অর্থ বিকৃত করার সাধ্য কারোরই নেই ।

আর হে মুশরিক! তুমি কুর'আন অথবা নবীর ﷺ বাণী থেকে যা আমার নিকট পেশ করলে তার অর্থ আমি বুঝি না, তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্‌র কালামের মধ্যে কোন পরস্পর-বিরোধী কথা নেই,

www.pathagar.com

আর আল্লাহ্‌র নবীর ﷺ কোন কথাও আল্লাহ্‌র কালামের বিরোধী হতে পারে না।

এই জবাবটি অতি উত্তম ও সর্বতোভাবে সঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে তাওফীক দেন সে ছাড়া আর কেউ একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। এই জবাবটি তুমি তুচ্ছ মনে কর না। দেখ! আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বলেন ঃ

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ .

[حم السجدة : ٣٥]

অর্থাৎ ((বস্তুতঃ এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ছবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান))। (সূরা হা-মীম, আস্‌সাজ্‌দাঃ, ৪১ ঃ ৩৫ আয়াত)।

(২) বিস্তারিত জবাব

সত্য দ্বীন থেকে মানুষকে দূরে হটিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ্‌র দুশমনরা নবী রাসূলদের ('আলায়হিমুস সালাম) প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সব 'ওযর আপত্তি ও বক্তব্য পেশ করে থাকে তার মধ্যে একটি এই যে, তারা বলে থাকে ঃ

"আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করি না বরং আমরা সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, কেউই সৃষ্টি করতে, রূযী দিতে, উপকার এবং অপকার সাধন করতে পারে না, একমাত্র একক এবং লা-শরীক আল্লাহ্ ছাড়া। আর আমরা এ সাক্ষ্যও দিয়ে থাকি যে, স্বয়ং মুহাম্মাদ ﷺ নিজের কোন কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধন করতে সক্ষম নন; আবদুল কাদের জিলানী ও অন্যান্যরা তো বহু দূরের কথা। কিন্তু একটি কথা এই যে, আমি একজন গুনাহগার ব্যক্তি, আর যারা আল্লাহ্‌র সালেহ বান্দা তাদের রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ মর্যাদা, তাই তাঁদের মধ্যস্থতায় আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর করুণা প্রার্থী হয়ে থাকি।

এর উত্তর পূর্বেই দেয়া হয়েছে, আর তা হচ্ছে এই ঃ

যাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধ করেছেন তারাও তুমি যে কথার উল্লেখ করলে তা স্বীকার করত, আর এ কথাও তারা স্বীকার করত যে, মূর্তিগুলি কোন কিছুই পরিচালনা করে না। তারা মূর্তিগুলির নিকট পার্থিব মর্যাদা ও আখিরাতের মর্যাদার দিকে শাফা'আত কামনা করত। এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন সে সব আয়াত তাদের পড়ে শুনিয়ে দাও। এখানে সন্দেহকারী যদি (এই কূট তর্কের অবতারণা করে আর) বলে যে, এই সব আয়াত মূর্তি পূজকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, তবে তোমরা কিভাবে সৎ ব্যক্তিদেরকে পুরোহিত বিগ্রহের সমতুল্য করে নিচ্ছ অথবা নবীগণকে কিভাবে ঠাকুর বিগ্রহের শামিল করছ ?

এর জবাব ঠিক আগের মতই। কেননা, যখন সে স্বীকার করছে যে, কাফিররাও আল্লাহ্র সার্বভৌম রবুবিয়তের সাক্ষ্য দান করে থাকে, আর তারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করে নযর নেয়ায প্রভৃতি পেশ করে অথবা পূজা অর্চনা করে থাকে তাদের থেকে একমাত্র সুপারিশই কামনা করে, কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্ এবং তাদের কার্যের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করছে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, তা হলে তাকে বলে দাও ঃ কাফিরের মধ্যে কেউ কেউ তো মূর্তি পূজা করে, আবার কেউ কেউ ঐ সব আওলিয়াদের আহবান করে যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.

[سورة الاسراء : ٥٧]

অর্থাৎ ((যাদেরকে তারা আহ্বান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ))। (সূরা ইস্রা, ১৭ ঃ ৫৭ আয়াত)।

এবং অন্যরা মারইয়াম পুত্র ঈসা ও তাঁর মাকে আহ্বান করে, অথচ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ . قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

[سورة المائدة : ٧٥-٧٦]

www.pathagar.com

অর্থাৎ ((মারইয়াম তনয় মসীহ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছে, আর তাঁর জননী ছিল একজন অলী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করত। দেখ, আমি তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখ, তারা উল্টো কোন দিকে যাচ্ছে। বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত কর, যে তোমাদের অপকার কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না ? অথচ আল্লাহ্ সব শুনেন, জানেন))। (সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭৫-৭৬ আয়াত)।

উল্লিখিত হঠকারীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুর'আনে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ . [سورة سبا: ٤٠-٤١]

অর্থাৎ ((যে দিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং মালাইকাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ? মালাইকারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই ; বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী))। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪০-৪১ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ، قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي~ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. [سورة المائدة : ١١٦]

অর্থাৎ ((যখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম ! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর ? ঈসা বলবে, আপনি পবিত্র ! আমার জন্য শোভা

www.pathagar.com

পায় না যে, আমি এমন কিছু কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত, আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত))। (সূরা মায়িদা, ৫ঃ ১১৬ আয়াত)।

তারপর তাকে বল ঃ তুমি কি (এখন) বুঝতে পারলে যে, আল্লাহ্ মূর্তি-পূজকদের যেমন কাফির বলেছেন, তেমনি যারা নেক লোকদের শরণাপন্ন হয় তাদেরকেও কাফির বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সঙ্গে জিহাদও করেছেন। যদি সে বলে ঃ কাফিররা তো (আল্লাহ্ ছাড়া) তাদের নিকট কামনা করে থাকে, আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ মঙ্গল অমঙ্গলের মালিক ও সৃষ্টির পরিচালক, আমি তো তাকে ছাড়া অন্য কারও নিকট কিছুই কামনা করি না। আর অলী-আল্লাহ্দের এসব বিষয়ে কিছুই করার নেই, তবে তাদের শরণাপন্ন হই এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবে। এর জবাব হচ্ছে ঃ এ তো কাফিরদের কথার হুবহু প্রতিধ্বনি মাত্র, তুমি তাকে আল্লাহ্র এই ঐশী বাণী শুনিয়ে দাও ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ○

[سورة الزمر: ٣]

অর্থাৎ ((যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি, যেন তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়))। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ○ [سورة يونس : ١٨]

অর্থাৎ ((তারা (মুশরিকরা) বলে ঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী))। (সূরা যুনুস, ১০ ঃ ১৮ আয়াত)।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

দু'আ ইবাদতের সার

[যারা মনে করে যে, দু'আ ইবাদত নয় তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ]

তুমি জেনে রেখ, এই যে তিনটি সন্দেহ সংশয়ের কথা বলা হল এগুলি তাদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য এ সব বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন, আর তা তুমি উত্তমরূপে বুঝে নিয়েছ, তখন এগুলি তোমার নিকট সহজবোধ্য হয়ে গেল। অতএব, এর পর অন্য সব সংশয় সন্দেহের অপনোদন মোটেই কঠিন হবে না।

যদি সে বলে, আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত করি না, আর সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের নিকট ইলতেজা (বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা) এবং তাদের নিকট আহ্বান তাদের ইবাদত নয়, তবে তুমি তাকে বলঃ তুমি কি স্বীকার কর যে, আল্লাহ্র ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস বা বিশুদ্ধ করা তোমার উপর ফরয করেছেন, আর এটা তোমার উপর তাঁর প্রাপ্য হক ? যখন সে বলবে হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করি, তখন তাকে বলঃ এখন আমাকে বুঝিয়ে দাও, কি সেই ইবাদত যা একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস করা তোমার উপর তিনি ফরয করেছেন এবং তা তোমার উপর তাঁর প্রাপ্য হক। ইবাদত কাকে বলে এবং তা কত প্রকার তা যদি সে না জানে তবে এ সম্পর্কে তার নিকট আল্লাহ্র এই বাণী বর্ণনা করে দাওঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ، اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ○ [سورة الاعراف : ٥٥]

অর্থাৎ ((তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে নিশ্চয়ই তিনি সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না))। (সূরা আ'রাফ, ৭ঃ ৫৫ আয়াত)।

এটা তাকে বুঝিয়ে দেয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করঃ দু'আ করা যে ইবাদত সেটা কি এখন বুঝলে ? সে অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ। কেননা, হাদীছেই তো রয়েছেঃ দু'আ ইবাদতের সার বস্তু। তখন তুমি তাকে বলঃ যখন তুমি স্বীকার করে নিলে যে, দু'আই হচ্ছে ইবাদত, আর তুমি আল্লাহ্কে দিবা রাত্রি ডাকছ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে, আর আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে, এই অবস্থায় যখন তুমি কোন নবীকে অথবা অন্য কাউকে ডাকছ ঐ একই প্রয়োজন মিটানোর জন্য,

www.pathagar.com

তখন কি তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদতে অন্যকে শরীক করছ না ? সে তখন অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে, হ্যাঁ শরীক করছি বটে ! তখন তাকে শুনিয়ে দাও আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের এই বাণী ঃ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○ [سورة الكوثر : ٢]

অর্থাৎ ((অতএব, তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর))। (সূরা কাওসার, ১০৮ ঃ ২ আয়াত)।

এর উপর 'আমল করে তার জন্য তুমি যখন কুরবানী করছ তখন সেটা কি ইবাদত নয় ? এর জবাবে সে অবশ্যই বলবে ঃ হ্যাঁ, ইবাদতই বটে।

এবার তাকে বল ঃ তুমি যদি কোন সৃষ্টির জন্য যেমন নবী, জিন বা অন্য কিছুর জন্য কুরবানী কর তবে কি তুমি এই ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করলে না ? সে অবশ্যই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং বলবে ঃ হ্যাঁ।

তাকে তুমি একথাও বল ঃ যে মুশরিকদের সম্বন্ধে কু'র'আন (এর নির্দিষ্ট আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছে, তারা কি মালাইকা, (অতীতের) নেক লোক এবং লাত, উয্যা প্রভৃতির ইবাদত করত ? সে অবশ্যই বলবে ঃ হ্যাঁ, তা করত। অতঃপর তাকে বল ঃ তাদের ইবাদত বলতে তো তাদের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন, পশু যবেহ করণ ও আবেদন নিবেদন ইত্যাদিই বুঝাত বরং তারা তো নিজেদেরকে আল্লাহ্‌রই বান্দা ও তাঁরই প্রতাপাধীন বলে স্বীকৃতি দিত। আর একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ্‌ই সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের পরিচালক। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র নিকট তাদের যে মর্যাদা রয়েছে, সে জন্যই তারা তাদের আহ্বান করত বা তাদের নিকট আবেদন নিবেদন জ্ঞাপন করত সুপারিশের উদ্দেশ্যে। এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

শরী'অত সম্মত শাফা'আত এবং শিরকী শাফা'আতের মধ্যে পার্থক্য

যদি সে বলে, তুমি কি নবী কারীমের ﷺ শাফা'আতকে অস্বীকার করছ এবং তাঁর থেকে নিজকে নির্লিপ্ত মনে করছ ? তুমি তাঁকে উত্তরে বলবে ঃ না, অস্বীকার করি না। তাঁর থেকে নিজেকে নির্লিপ্তও মনে করি না। বরং তিনিই তো সুপারিশকারী যার শাফা'আত কবুল করা হবে। আমিও তাঁর শাফা'আতের আকাংখী। কিন্তু শাফা'আতের যাবতীয় চাবি-কাঠি আল্লাহ্‌রই হাতে, যে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ○ [سورة الزمر : ٤٤]

অর্থাৎ ((বলঃ সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ক্ষমতাধীন))। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৪ আয়াত)।

আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া শাফা'আত কোনক্রমেই করা যাবে না।

যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ○ [سورة البقرة : ٢٥٥]

অর্থাৎ ((কে আছে এমন, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ?)) (সূরা বাক্বারা, ২ ঃ ২৫৫ আয়াত)। এবং কারো সম্বন্ধেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুপারিশ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সুপারিশের অনুমতি দিবেন।

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى ○ [سورة الانبياء : ٢٨]

অর্থাৎ ((তারা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট))। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৮ আয়াত)।

www.pathagar.com

আর একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওহীদ – অর্থাৎ খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলাম ছাড়া কিছুতেই রাজী হবেন না। এ সম্পর্কে তিনি তার পবিত্র কুর'আনে বলেন ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ○ [سورة ال عمران : ٨٥]

অর্থাৎ ((আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না))। (সূরা আল ইমরান, ৩ঃ৮৫ আয়াত)।

বস্তুতঃপক্ষে যখন সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্র অধিকারভুক্ত এবং তা আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষ, আর নবী কারীম ﷺ বা অন্য কেউ আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন না। আর আল্লাহ্র অনুমতি একমাত্র মুওয়াহ্হিদদের জন্যই নির্দিষ্ট। এখন তোমার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সকল প্রকারের সমস্ত শাফা'আতের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। সুতরাং, তাঁরই নিকট তুমি সুপারিশ কামনা কর এবং বল ঃ "হে আল্লাহ্ ! আমাকে রাসূলে কারীমের ﷺ সুপারিশ হতে মাহরূম কর না। হে আল্লাহ্ ! তুমি তাঁকে আমার জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে দাও। অনুরূপ ভাবে, অন্যান্য দু'আও আল্লাহ্র নিকটেই করতে হবে। যদি সে বলে, নবী কারীমকে ﷺ শাফা'আতের অধিকার দেয়া হয়েছে, কাজেই আমি তাঁর নিকটেই ঐ বস্তু চাচ্ছি যা আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছেন ; তার উত্তর হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ তাঁকে শাফা'আত করার অধিকার প্রদান করেছেন এবং তিনি তোমাকে তার (নবী) নিকট শাফা'আত চাইতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ সুবর্হানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ○ [سورة جن : ١٨]

অর্থাৎ ((অতএব, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কাউকে ডেক না))। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১৮ আয়াত)।

যখন তুমি আল্লাহ্কে এই বলে ডাকবে যে, তিনি যেন তাঁর নবীকে তোমার জন্য সুপারিশকারী করে দেন, তখন তুমি আল্লাহ্র নিম্নোক্ত নিষেধ বাণী পালন করলে ঃ

www.pathagar.com

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ○ [سورة جن : ١٨]

অর্থাৎ ((আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কাউকেই ডাকবে না))। (সূরা জিন, ৭২ঃ ১৮ আয়াত)।

আরও একটি কথা হচ্ছে, সুপারিশের অধিকার নবী ব্যতীত অন্যদেরও দেয়া হয়েছে। যেমন, মালাইকারা সুপারিশ করবেন, অলীগণও সুপারিশ করবেন। মা'সুম বাচ্চারাও (তাদের মাতা পিতার জন্য) সুপারিশ করবেন। কাজেই তুমি কি সেই অবস্থায় বলতে পার যে, যেহেতু আল্লাহ্ তাদেরকে সুপারিশের অধিকার দিয়েছেন, কাজেই তাদের কাছেও তোমরা শাফা'আত চাইবে ? যদি তা চাও তবে তুমি নেক ব্যক্তিদের ইবাদতে শামিল করলে, যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে (হারাম বা অবৈধ বলে) উল্লেখ করেছেন

তুমি যদি বলঃ না, তাদের কাছে সুপারিশ চাওয়া যাবে না, তবে সেই অবস্থায় তোমার এই কথা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুপারিশের অধিকার প্রদান করেছেন এবং তুমি তার নিকট সেই বস্তুই চাচ্ছ যা তিনি তাকে দান করেছেন।

দশম অধ্যায়

[এ কথা সাব্যস্ত করা যে, নেক লোকদের নিকট বিপদে আপদে আশ্রয় প্রার্থনা অথবা আবেদন নিবেদন পেশ করা শির্‌ক এবং যারা একথা অস্বীকার করে তাদেরকে স্বীকৃতির দিকে আকৃষ্ট করা।]

যদি সে বলেঃ আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন বস্তুকেই শরীক করি না–কিছুতেই নয়, কক্ষণও নয়, তবে নেক লোকদের নিকট বিপদে আপদে আশ্রয় প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন জ্ঞাপন করে থাকি, আর এটা শির্‌ক নয়।

এর জবাবে তাকে বলঃ যখন তুমি স্বীকার করে নিয়েছ যে, ব্যভিচার অপেক্ষা শির্‌ককে আল্লাহ্ তা'আলা অধিক গুরুতর হারাম বলে নির্দেশিত করেছেন, আর এ কথাও মেনে নিয়েছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই মহা পাপ ক্ষমা করেন না, তাহলে ভেবে দেখ সেটা কিরূপ ভয়ঙ্কর বস্তু যা তিনি হারাম করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, তিনি উহা ক্ষমা করবেন না।

www.pathagar.com

কিন্তু এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না — সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তাকে তুমি বলঃ তুমি কিভাবে শির্ক থেকে আত্মরক্ষা করবে যখন তুমি একথা জানলে না যে, শির্ক কি জঘন্য পাপ অথবা একথাও জানলে না যে, কেন আল্লাহ্ তোমার উপর শির্ক হারাম করেছেন আর বলে দিয়েছেন যে, তিনি ঐ পাপ ক্ষমা করবেন না। আর তুমি এ বিষয়ে কিছুই জান না, অথচ তুমি এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেসও করছ না। তুমি কি ধারণা করে বসে আছ যে, আল্লাহ্ এটাকে হারাম করেছেন, আর তিনি তার (কারণগুলি) বিশ্লেষণ করেননি ?

যদি সে বলেঃ শির্ক হচ্ছে মূর্তি পূজা, আর আমরা তো মূর্তি পূজা করছি না, তবে তাকে বলঃ মূর্তি পূজা কাকে বলে ? তুমি কি মনে কর যে, মুশরিকরা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, এসব কাঠ ও পাথর (নির্মিত মূর্তি গুলো) সৃষ্টি ও রিয্ক দান করতে সক্ষম এবং যারা তাদেরকে আহ্বান করে, তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের কাজের সুব্যবস্থা করে দিতেও সামর্থ রাখে ? একথা তো কুর'আন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে।

যদি সে বলে, শির্ক হচ্ছে, যারা কাঠ ও পাথর নির্মিত মূর্তি বা কবরের উপর কুব্বা ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এদের প্রতি আহ্বান জানায়, এদের উদ্দেশ্যে বলিদান করে এবং বলে যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্য দান করবে, আর এদের বরকতে আল্লাহ্ আমাদের বিপদ-আপদ দূর করবেন অথবা আল্লাহ্ এদের বরকতে অনুগ্রহ করবেন। তবে তাকে বলঃ হ্যাঁ, তুমি সত্য কথাই বলেছ, আর এটাই তো তোমাদের কর্ম কাণ্ড যা পাথর, কবরের কুব্বা প্রভৃতির নিকটে করে থাক। ফলতঃ সে স্বীকার করছে যে, তাদের এই কাজগুলি হচ্ছে মূর্তি পূজা, আর এটাই তো আমরা চাই। অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই তোমাদের কথায় আমাদের বক্তব্য প্রকারান্তরে মেনে নিলে।

তাকে একথাও বলা যেতে পারে, তুমি বলছ শির্ক হচ্ছে মূর্তি পূজা, তবে কি তুমি বলতে চাও যে, শুধু পূজার মধ্যেই শির্ক সীমিত অর্থাৎ এর বাইরে কোন শির্ক নেই ? দৃষ্টান্ত স্বরূপ "নেক লোকদের প্রতি ভরসা রাখা, আর তাদেরকে আহ্বান করা কি শির্কের মধ্যে গণ্য নয় ?" তোমার এরূপ দাবী তো আল্লাহ্ তাঁর কুর'আনে যা কুফর বলে উল্লেখ করেছেন তা খণ্ডন করে দিচ্ছে যাতে আল্লাহ্র সঙ্গে মালাইকা, ঈসা (আঃ) এবং নেক-লোকদের যুক্ত করা হয়েছে। ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপেই তোমাকে এ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতে কোন নেক বান্দাকে শরীক করে, তার সেই কাজকেই তো কুর'আনে শির্ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এইটিই তো আমার উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

এ বিষয়ের গোপন রহস্য হচ্ছে ঃ যখন সে বলবে ঃ আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে (কাউকে) শরীক করি না, তখন তুমি তাকে বল ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌কের অর্থ কি ? তুমি তার ব্যাখ্যা দাও। যদি সে এর ব্যাখ্যায় বলে ঃ তা হচ্ছে মূর্তি পূজা, তখন তুমি তাকে আবার প্রশ্ন কর ঃ মূর্তি পূজার মানে কি ? তুমি আমাকে তার ব্যাখ্যা প্রদান কর। যদি সে এর উত্তরে বলে ঃ আমি এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করি না, তখন তাকে আবার প্রশ্ন কর ঃ একক ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতেরই বা অর্থ কি ? এর ব্যাখ্যা দাও। উত্তরে যদি সে ক্‌র'আন যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে সেই ব্যাখ্যাই দেয় তবেতো আমাদের দাবীই সাব্যস্ত হল, আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর যদি সে ক্‌র'আনের সেই ব্যাখ্যাটিই না জানে, তবে সে কেমন করে এমন বস্তুর দাবী করছে যা সে জানে না ? আর যদি সে এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যা তার প্রকৃত অর্থ নয়, অথচ তুমি তো তার নিকট আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌ক এবং মূর্তি পূজা কি— সে সম্পর্কিত আয়াতগুলো বর্ণনা করে দিয়েছ, আর ঐ কাজটিই তো হুবহু করে চলেছে এ যুগের মুশরিকরা। আর শরীক বিহীন একক যে আল্লাহ্‌র ইবাদত, তাই তারা আমাদের কাছে ইনকার করে আসছে, আর এ নিয়ে তাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় তারা শোরগোল করছে। তার পূর্বসূরীরা বলতো ঃ

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ، اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ○ [سورة ص : ٥]

অর্থাৎ ((সে কি বহু ইলাহ্‌র পরিবর্তে এক ইলাহ্‌ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার))। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫ আয়াত)।

সে যদি বলে ঃ মালাইকা ও আম্বিয়াদের ডাকার কারণে তাদেরকে তো কাফির বলা হয়নি। মালাইকাদেরকে যারা আল্লাহ্‌র কন্যা বলেছিল তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। আমরা তো আবদুল কাদের বা অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলি না। তার উত্তর হচ্ছে এই যে, মানব সন্তানকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত করাটাই স্বয়ং কুফরী।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ [سورة الاخلاص : ١-٢]

অর্থাৎ ((বল ঃ তিনিই আল্লাহ্‌, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী))। (সূরা ইখ্‌লাস্‌, ১১২ ঃ ১ ও ২ আয়াত)

www.pathagar.com

"আহাদ" এর অর্থ হল, তিনি একক এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। আর "সামাদ" এর অর্থ হচ্ছে, প্রয়োজনে একমাত্র যার স্মরণ করা হয়। অতএব, যে এটা অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যায় — যদিও সে সূরাটিকে অস্বীকার করে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ . [سورة المؤمنون:٩١]

অর্থাৎ (('আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, আর তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ্ বা মা'বুদ নেই))। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ঃ ৯১ আয়াত)।

উপরে কুফরীর যে দুটি প্রকরণের উল্লেখ করা হয়েছে তা আল্লাহ্ পৃথক ভাবে উল্লেখ করলেও উভয়ে নিশ্চিত রূপে কুফর।

আল্লাহ্ বারী তা'আলা বলেনঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ .
[سورة الانعام : ١٠٠]

অর্থাৎ ((তারা জিনদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে))। (সূরা আন'আম, ৬ঃ ১০০ আয়াত)।

এখানেও দুই প্রকারের কুফরীকে তিনি পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন। এর প্রমাণ এটাও হতে পারে যে, নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল লাতকে আহ্বান করে, যদিও লাত ছিল একজন সৎ লোক। তারা তাকে আল্লাহ্র ছেলেও বলেনি। অপর পক্ষে যারা জিনদের পূজা করে কাফির হয়েছে, তারাও তাদেরকে আল্লাহ্র ছেলে বলেনি। এ রকম "মুরতাদ" (যারা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে যায়) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে চার মাযহাবের বিদ্বানগণ বলেছেন যে, কোন মুসলিম যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ্র ছেলে রয়েছে তবে সে "মুরতাদ" হয়ে গেল। তারাও উক্ত দুই প্রকারের কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এটা তো খুবই স্পষ্ট।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত তার পবিত্র কু'রআনে ঘোষণা করেনঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ [سورة يونس : ٦٢]

অর্থাৎ ((মনে রেখ, যারা আল্লাহ্র বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা বিষণ্ন হবে))। (সূরা য়ূনুস, ১০ঃ ৬২ আয়াত)।

www.pathagar.com

তবে তুমি বলঃ হ্যাঁ, একথা তো অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু তাই বলে তাদের পূজা করা চলবে না।

আর আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সঙ্গে অপর কারও পূজা এবং তার সঙ্গে শির্‌কের কথাই অস্বীকার করছি। নয়তো আওলিয়াদের প্রতি ভালবাসা রাখা ও তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের কারামতগুলোকে স্বীকার করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর আওলিয়াদের কারামতকে বিদা'আতী ও বাতেলপন্থীরা ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না।

আল্লাহ্‌র দ্বীন দুই প্রান্ত সীমা – ইফরাত ও তাফরীতের মধ্যস্থলে, আল্লাহ্‌র পথ দুই বিপরীতমুখী ভ্রষ্টতার মাঝখানে এবং আল্লাহ্‌র হক দুই বাতিলের মধ্যপথে অবস্থিত।

একাদশ অধ্যায়

[আমাদের যুগে লোকদের শির্‌ক অপেক্ষা পূর্ববর্তী লোকদের শির্‌ক ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা]

তুমি যখন বুঝতে পারলে যে, যে বিষয়টিকে আমাদের যুগের মুশরিকরা নাম দিয়েছেন 'ইতেকাদ'— (ভক্তি মিশ্রিত বিশ্বাস) সেটাই হচ্ছে সেই শির্‌ক যার বিরুদ্ধে কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যার কারণে লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন তুমি জেনে রেখ যে, পূর্ববর্তী লোকদের শির্‌ক ছিল বর্তমান যুগের লোকদের শির্‌ক অপেক্ষা অধিকতর হালকা বা লঘুতর। আর তার কারণ হচ্ছে দু'টিঃ

এক ঃ পূর্ববর্তী লোকেরা কেবল সুখ স্বাচ্ছন্দের সময়েই আল্লাহ্‌র সঙ্গে অপরকে শরীক করতো এবং মালাইকা আওলিয়া কিংবা ঠাকুর দেবতাদেরকে আহ্বান জানাতো, কিন্তু বিপদ আপদের সময় একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ডাকতো, সে ডাক হ'ত সম্পূর্ণ নির্ভেজাল।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ○ (سورة بنى اسرائيل : ٦٧)

অর্থাৎ ((সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে কোন বিপদ স্পর্শ করে, তখন শুধু তিনি (আল্লাহ্) ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তারা

www.pathagar.com

তোমাদের মন হতে দূরে সরে যায় ; অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ; মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ))। (সূরা ইস্‌রা, ১৭ ঃ ৬৭ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ○ [سورة الانعام : ٤٠-٤١]

'অর্থাৎ ((বল ঃ বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের নিকট কিয়ামাহ্ এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও ? বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্য তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে))। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪০-৪১ আয়াত)।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একথাও বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ، اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ○ [سورة الزمر : ٨]

অর্থাৎ ((যখন মানুষকে দুঃখ - কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে ; অতঃপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করে ; যাতে করে অপরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বল ঃ তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবন উপভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত))। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৮ আয়াত)।

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই বাণী ঘোষণা করেন ঃ

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ○

[سورة لقمن : ٣٢]

অর্থাৎ ((যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে))। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩২ আয়াত)।

যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হল যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন — যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধ করেছিলেন তারা তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তার সময়ে আল্লাহ্কেও ডাকতো আবার আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকেও ডাকতো, কিন্তু বিপদ বিপর্যয়ের সময় তারা একক ও লা-শরীক আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকেই ডাকতো না, তারা বরং সে সময় অন্য সব গণ্য মান্য ব্যক্তি ও পূজ্য সত্তাদের ভুলে যেতো, সেই ব্যক্তির নিকট পূর্ব যামানার লোকদের শিরক এবং আমাদের বর্তমান যুগের লোকদের শিরকের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে যার হৃদয় এই বিষয়টি উত্তমরূপে ও গভীর ভাবে উপলব্ধি করবে ? একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদের সহায় !

দুই ঃ পূর্ব যামানার লোকেরা আল্লাহ্র সঙ্গে এমন ব্যক্তিদের আহ্বান করতো যারা ছিল আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত, তারা হ'তেন হয় নবী-রাসূল, না হয় অলী-আওলিয়া, নতুবা মালাইকা। এছাড়া তারা হয়তো পূজা করতো এমন বৃক্ষ অথবা পাথরের যারা আল্লাহ্র একান্ত বাধ্য ও হুকুম বরদার, কোন ক্রমেই তারা অবাধ্য নয়, হুকুম অমান্যকারীও নয়।

কিন্তু আমাদের এই যুগের লোকেরা আল্লাহ্র সঙ্গে এমন লোকদের ডাকে এবং তাদের নিকট প্রার্থনা জানায় যারা নিকৃষ্টতম অনাচারী, আর যারা তাদের নিকট ধর্ণা দেয় ও প্রার্থনা জানায় তারাই তাদের অনাচারগুলির কথা ফাঁস করে দেয়, সে অনাচারগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার, চুরি এবং ছালাত পরিত্যাগের মত গর্হিত কাজ সমূহ।

আর যারা নেক লোকদের প্রতি আস্থা রেখে তাদের পূজা করে বা এমন বস্তুর পূজা করে যেগুলি কোন পাপ করে না – যেমন ঃ গাছ, পাথর ইত্যাদি, তারা ঐ সব লোকদের থেকে নিশ্চয়ই লঘুতর পাপী, যারা ঐ লোকদের পূজা করে যাদের অনাচার ও পাপাচারগুলিকে তারা স্বয়ং দর্শন করে থাকে এবং তার সাক্ষ্যও প্রদান করে থাকে।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

['যে ব্যক্তি দ্বীনের কতিপয় ফরয ওয়াজিব অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কর্তব্য পালন করে, সে তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও কাফির হয়ে যায় না' এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির নিরসন এবং তার বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জী ।]

উপরের আলোচনায় একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ জিহাদ করেছেন তারা এদের (বর্তমানে শির্‌কী কাজে লিপ্ত— নামধারী মুসলিমদের) চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিল এবং তাদের শির্‌ক অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। অতঃপর একথাও তুমি জেনে রেখ যে, এদের মনে আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে যে ভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেটাই তাদের সব চেয়ে বড় ও গুরুতর ভ্রান্তি। অতএব, এই ভ্রান্তির অপনোদন ও সন্দেহের অবসান কল্পে নিম্নের কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুন:

তারা বলে থাকে : যাদের প্রতি লক্ষ্য করে সরাসরি কু'রআন নাযিল হয়েছিল (অর্থাৎ মক্কার কাফির-মুশরিকরা) তারা 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই' একথার সাক্ষ্য প্রদান করেনি, তারা রাসূলকে ﷺ মিথ্যা বলেছিল, তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা কু'রআনকে মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এটাও একটা যাদু মন্ত্র। কিন্তু আমরা তো সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং (এ সাক্ষ্যও দিই যে) নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল। আমরা কু'রআনকে সত্য বলে জানি ও মানি, আর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখি, আমরা ছালাত আদায় করি এবং ছিয়ামও পালন করি, তবু আমাদেরকে ওদের (উক্ত বিষয়ে অবিশ্বাসী কাফিরদের) মত মনে কর কেন ?

এর জবাব হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে সমগ্র 'আলেম সমাজ তথা শরী'অতের বিদ্বান মণ্ডলী একমত যে, একজন লোক যদি কোন কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহকে ﷺ সত্য বলে মানে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁকে মিথ্যা জানে, তবে সে নির্ঘাত কাফির, সে ইসলামে প্রবিষ্টই হতে পারে না। একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও, যে ব্যক্তি কু'রআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কতক অংশকে অস্বীকার করল, তাওহীদকে

www.pathagar.com

স্বীকার করল কিন্তু ছালাত যে ফরয তা মেনে নিল না। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, ছালাতও আদায় করল, কিন্তু যাকাত যে ফরয তা মানল না; অথবা এগুলি সবই স্বীকার করল কিন্তু ছিয়ামকে অস্বীকার করে বসল কিংবা ঐগুলি সবই স্বীকার করল কিন্তু একমাত্র হজ্বকে অস্বীকার করল। পরিনামে এরা সবাই হবে কাফির।

রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ যামানায় কতক লোক হজ্জকে ইনকার করেছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ، وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ○ [سورة ال عمران : ٩٧]

অর্থাৎ ((আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না – আল্লাহ্ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না))। (সূরা আল ইমরান, ৩ ঃ ৯৭ আয়াত)।

কোন ব্যক্তি যদি এগুলি সমস্তই (অর্থাৎ তাওহীদ, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ) মেনে নেয়, কিন্তু পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে, সে সর্ব সম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে। তার রক্ত এবং তার ধন সম্পদ সব হালাল হবে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা এবং তার ধন-মাল লুট করা সিদ্ধ হবে)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ، وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا○ [سورة النساء : ١٥٠]

অর্থাৎ ((যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তদুপরি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব))। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫০ ও ১৫১ আয়াত)।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর কালাম পাকে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কিছু অংশকে গ্রহণ করবে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করবে, সে সত্যিকারের কাফির এবং তার প্রাপ্য হবে সেই বস্তু (শাস্তি) যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এতদ্বারা এ সম্পর্কিত ভ্রান্তির অপনোদন ঘটেছে।

আর এই বিষয়টি জনৈক "আহ্সা" বাসী আমার নিকট প্রেরিত তার পত্রে উল্লেখ করেছেন।

তাকে একথাও বলা যাবেঃ তুমি যখন স্বীকার করছ যে, যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূলকে সত্য জানবে আর কেবল ছালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে, সে সর্ব সম্মতিক্রমে কাফির, আর তার জান-মাল হালাল হবে। তদ্রুপ সব বিষয় মেনে নিয়ে যদি পরকালকে অস্বীকার করে তবুও সে কাফির হয়ে যাবে।

ঐ রূপই সে কাফির হয়ে যাবে যদি ঐ সমস্ত বস্তুর উপর ঈমান আনে, আর কেবল মাত্র রামাদানের ছিয়ামকে ইনকার করে। এতে কোন মযহাবেরই দ্বিমত নেই। আর কুর'আনও এ কথাই বলেছে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

সুতরাং জানা গেল যে, নবী ﷺ যে সব ফরয কাজ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে তাওহীদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় এবং তা ছালাত, ছিয়াম ও হজ্জ হতেও শ্রেষ্ঠতর।

যখন মানুষ নবী ﷺ কর্তৃক আনীত ফরয, ওয়াজিব সমূহের সবগুলিকে মেনে নিয়ে ঐগুলির একটি মাত্র অস্বীকার করে কাফির হয়ে যায়, তখন কি করে সে কাফির না হয়ে পারে যদি রাসূল ﷺ সমস্ত দ্বীনের মূল বস্তু তাওহীদকে নিয়ে এসেছেন, তাকেই অস্বীকার করে বসে ? সুবহানাল্লাহ্ ! কি বিস্ময়কর এই মূর্খতা !

তাকে এ কথাও বলা যায় যে, মহানবীর ﷺ ছাহাবাগণ বানূ হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ্র ﷺ নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল। এ ছাড়া তারা আযানও দিত এবং ছালাতও আদায় করত।

সে যদি তাদের এই কথা পেশ করে যে, তারা তো মুসায়লামাকে (কায্যাব) একজন নবী বলে মেনে নিয়েছিল।

তবে তার উত্তরে বলবেঃ ঐটিই তো আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা, যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নবীর মর্যাদায় উন্নীত করে তবে সে কাফির হয়ে যায় এবং তার জান মাল হালাল হয়ে যায়। এই অবস্থায় তার দু'টি সাক্ষ্য

www.pathagar.com

(প্রথম সাক্ষ্য ঃ আল্লাহ্ ছাড়া নেই অপর কোন ইলাহ্, দ্বিতীয় সাক্ষ্য ঃ মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল) তার কোনই উপকার সাধন করবে না। ছালাতও তার কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। অবস্থা যখন এই, তখন সেই ব্যক্তির পরিণাম কি হবে যে, শিমসান, ইউসুফ (অতীতে নাজদে এদের উদ্দেশ্যে পূজা করা হত) বা কোন ছাহাবা কিংবা নবীকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করে ? পাকপবিত্র তিনি, তাঁর শান-শাওকাত কত উচ্চ।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ○ [سورة روم : ٥٩]

অর্থাৎ ((যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে এভাবে মোহরাঙ্কিত করে দেন))। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৯ আয়াত)।

প্রতিপক্ষকে এটাও বলা যাবে ঃ 'আলী (রাঃ) যাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে মেরেছিলেন তারা সকলেই ইসলামের দাবীদার ছিল এবং 'আলীর অনুগামী ছিল, অধিকন্তু তারা ছাহাবাগণের নিকটে শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু তারা আলী (রাঃ) সম্বন্ধে ঐ রূপ বিশ্বাস রাখত যেমন ইউসুফ, শিমসান এবং তাদের মত আরও অনেকের সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করা হত। (প্রশ্ন হচ্ছে) তাহলে কেমন করে ছাহাবাগণ তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে এবং তাদের কুফরীর উপর একমত হলেন ? তা হলে তোমরা কি ধারণা করে নিচ্ছ যে, ছাহাবাগণ মুসলিমকে কাফির রূপে আখ্যায়িত করেছেন ? না কি তোমরা ধারণা করছ যে, তাজ এবং অনুরূপ ভাবে অন্যান্যের উপর বিশ্বাস রাখা ক্ষতিকর নয়, কেবল 'আলীর প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখাই কুফরী ?

আর এ কথাও বলা যেতে পারে, যে বানু ওবায়দ আল কাদ্দাহ বানু আব্বাসের শাসন কালে মরক্কো প্রভৃতি দেশে ও মিসরে রাজত্ব করেছিল, তারা সকলেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" কালেমার সাক্ষ্য দিত — ইসলামকেই তাদের ধর্ম বলে দাবী করত। জুমুআঃ' ও জামা'আতে ছালাতও আদায় করত। কিন্তু যখন তারা কোন কোন বিষয়ে শরী'অতের বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের কথা প্রকাশ করল, তখন তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর 'আলেম সমাজ একমত হলেন। আর তাদের দেশকে দারুল হরব বা যুদ্ধের দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যুদ্ধ করলেন। আর মুসলিমদের শহরগুলির মধ্যে যেগুলি তাদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করে নিলেন।

www.pathagar.com

তাকে আরও বলা যেতে পারে যে, পূর্ব যুগের লোকদের মধ্যে যাদের কাফির বলা হত তাদের এজন্যই তা বলা হত যে, তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্ক ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুর'আনকে মিথ্যা জানতো এবং পুনরুত্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার করত। কিন্তু এটাই যদি প্রকৃত এবং একমাত্র কারণ হয়, তাহলে বাবু হুকমিল মুরতাদ–মুরতাদের হুকুম নামীয় অধ্যায় কি অর্থ বহন করবে যা সব মযহাবের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন ? "মুরতাদ হচ্ছে সেই মুসলিম, যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীতে ফিরে যায়।"

তারপর তারা মুরতাদের বিভিন্ন প্রকরণের উল্লেখ করেছেন, আর প্রত্যেক প্রকারের মুরতাদকে কাফির বলে নির্দেশিত করে তাদের জান এবং মাল হালাল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এমন কি তারা কতিপয় লঘু অপরাধ যেমন অন্তর হতে নয়, মুখ দিয়ে একটা অবাঞ্ছিত কথা বলে ফেলল অথবা ঠাট্টা মশ্‌করার ছলে বা খেল-তামাশায় কোন অবাঞ্ছিত কথা উচ্চারণ করে ফেলল। এমন অপরাধীদেরও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের এ কথাও বলা যেতে পারেঃ যে কথা তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেনঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ○

[سورة التوبة:٧٤]

"অর্থাৎ ((তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, তারা (অমুক কথা) বলেনি অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী কথা এবং মুসলিম হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে))। (সূরা তাওবাঃ, ৯ঃ৭৪ আয়াত)।

তুমি কি শুননি মাত্র একটি কথার জন্য আল্লাহ্ এক দল লোককে কাফির বলেছেন, অথচ তারা ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ সমসাময়িক কালের লোক এবং তারা তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছে, ছালাত আদায় করেছে, যাকাত দিয়েছে, হজব্রত পালন করেছে এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখেছে ?

আর ঐসব লোক যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيٰتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ○ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ○

[سورة التوبة:٦٥-٦٦]

অর্থাৎ ((বলঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে ? ছলনা করো না, তোমরা

www.pathagar.com

যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর))। (সূরা তাওবাঃ, ৯ ঃ ৬৫-৬৬ আয়াত)।

এই লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাবে বলেনঃ তারা ঈমান আনার পর কাফির হয়েছে। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ সঙ্গে তাবূকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তারা তো মাত্র একটি কথাই বলেছিল এবং সেটা হাসি ও ঠাট্টার ছলে।

অতএব, তুমি এ সংশয় ও ধোকাগুলির ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। সেটা হল ঃ তারা বলে, তোমরা মুসলিমদের মধ্যে এমন লোককে কাফির বলছ যারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা ছালাত আদায় করছে, ছিয়াম পালন করছে। তারপর তাদের এ সংশয়ের জবাবও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। কেননা, এই পুস্তকের বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে এটাই অধিক উপকারক। এই বিষয়ের আর একটি প্রমাণ হচ্ছে ক্বোর'আনে বর্ণিত সেই কাহিনী যা আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরাইলের সম্বন্ধে বলেছেন। তাদের ইসলাম, তাদের জ্ঞান এবং সত্যাগ্রহ সত্ত্বেও তারা মুসাকে (আঃ) বলেছিলেন ঃ

اِجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ○ [سورة الاعراف : ١٣٨]

অর্থাৎ ((আমাদের উপাসনার জন্য তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন))। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৮ আয়াত)।

ঐরূপ ছাহাবাগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেনঃ

اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ هٰذَا نَظِيْرٌ قَوْلُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ (اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا) .

আমাদের জন্য যাতে আনওয়াত[১] প্রতিষ্ঠা করে দিন। তখন নবী ﷺ শপথ করে বললেন ঃ এটা তো বানী ইসরাইলদের মত কথা যা তারা মূসাকে (আঃ) বলেছিল ঃ তাদের ঈশ্বরগুলোর মত আমাদের জন্যও একটা উপাস্য (দেবতা) বানিয়ে দাও।

---

[১] যাতে আনওয়াত হচ্ছে একটি বড়ই বৃক্ষ যা হুনায়েনের নিকট ছিল। কাফিররা সেই বৃক্ষে তাদের তরবারী ঝুলাত বরকতের জন্য।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শির্ক হতে যারা তাওবা করে তাদের সম্বন্ধে হুকুম কি ?

[মুসলিমদের মধ্যে যখন কোন এক প্রকারের শির্ক অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবেশ করে, তারপর তারা তা হতে তাওবা করে, তখন তাদের সম্বন্ধে হুকুম কি ?]

মুশরিকদের মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হয় যা তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে বর্ণনা করে – আর তা হচ্ছে এই যে, তারা বলে ঃ বানী ইসরাইলেরা "আমাদের জন্য উপাস্য দেবতা বানিয়ে দিন"– একথা বলে তারা কাফির হয়ে যায় নি। অনুরূপভাবে যারা বলেছিলঃ "আমাদের জন্য 'যাতে আনওয়াত' প্রতিষ্ঠা করে দিন, তারাও কাফির হিসাবে পরিণত হয় নি।

এর জবাব হচ্ছে এই যে, বানী ইসরাইলেরা যে প্রস্তাব পেশ করেছিল তা তারা কাজে পরিণত করেনি, তেমনি ভাবে যারা রাসূলুল্লাহ্‌কে ﷺ 'যাতে আনওয়াত' প্রতিষ্ঠা করে দিতে বলেছিল তারাও তা করেনি। বানী-ইসরাইল যদি তা করে ফেলত, তবে অবশ্যই তারা কাফির হয়ে যেত। এ বিষয়ে কারো কোন ভিন্ন মত নেই। একই রূপে এই বিষয়েও কোন মতভেদ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'যাতে আনওয়াতের' ব্যাপারে যাদেরকে নিষেধ করেছিলেন, তারা যদি নবীর ﷺ হুকুম অমান্য এবং অগ্রাহ্য করে 'যাতে আনওয়াত' এর প্রতিষ্ঠা করত তা হলে তারাও কাফির হয়ে যেত, আর এটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য।

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন মুসলিম বরং কোন 'আলেম কখনও কখনও শির্কের বিভিন্ন প্রকরণে লিপ্ত হয় কিন্তু সে তা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে এথেকে বাঁচার জন্য শিক্ষা ও সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। আর জাহিলরা যে বলে – আমরা তাওহীদ বুঝি, এটা তাদের সবচেয়ে বড় মূর্খতা এবং তা হচ্ছে শয়তানের চক্রান্ত।

আর এটাও জানা গেল যে, মুজতাহিদ মুসলিমও যখন না জেনে না বুঝে কুফরী কথা বলে ফেলে, তখন তার ভুল সম্বন্ধে অবহিত করা হলে সে যদি সেটা বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে তা হলে সে কাফির হবে না, যেমন বানী ইসরাইল করেছিল এবং যারা 'যাতে আনওয়াত' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করেছিল। আর এর থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, তারা কুফরী না করলেও তাদেরকে কঠোরভাবে ধমকাতে হবে যেমন নবী ﷺ করেছিলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমা মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট নয়

[যারা মনে করে যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে বলাই তাওহীদের জন্য যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরীত কিছু করলেও ক্ষতি নেই, তাদের উক্তি ও যুক্তির খণ্ডন]

মুশরিকদের মনে আর একটা সংশয় বদ্ধমূল হয়ে আছে। তা হ'ল এই যে, তারা বলে থাকে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও উসামা (রাঃ) যাকে হত্যা করেছিলেন, নবী কারীম ﷺ সেই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেননি।

এইরূপ রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ এই হাদীছটিও তারা পেশ করে থাকে যেখানে তিনি বলেছেনঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে (মুখে উচ্চারণ করে) "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর উচ্চারণকারীদের হত্যা না করা সম্বন্ধে আরও অনেক হাদীছ তারা তাদের মতের সমর্থনে পেশ করে থাকে।

এই মূর্খদের এসব প্রমাণ পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যারা মুখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করবে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদেরকে হত্যা করাও চলবে না।

এই সব জাহিল মুশরিকদের বলে দিতে হবে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে কয়েদ করেছেন যদিও তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলত।

আর রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ ছাহাবাগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, যদিও তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। তারা ছালাতও আদায় করত এবং ইসলামেরও দাবী করত। কিন্তু যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিল।

www.pathagar.com

ঐ একই অবস্থা তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যাদেরকে 'আলী (রাঃ) আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া ঐ সব জাহিলরা স্বীকার করে যে; যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফির হয়ে যায় এবং হত্যারও যোগ্য হয়ে যায়— তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা সত্ত্বেও। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যায় এবং সে হত্যার যোগ্য হয় যদিও সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। তা হলে ইসলামের একটি অঙ্গ অস্বীকার করার কারণে যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ তার কোন উপকারে না আসে, তবে রাসূলগণের দ্বীনের মূল ভিত্তি যে তাওহীদ এবং যা হচ্ছে ইসলামের মুখ্য বস্তু সেই তাওহীদকেই যে ব্যক্তি অস্বীকার করল, তাকে ঐ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ কেমন করে বাঁচাতে সক্ষম হবে ? কিন্তু আল্লাহ্‌র দুশমনরা হাদীছ সমূহের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে না।

ওসামার (রাঃ) হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ইসলামের দাবীদারকে হত্যা করেছিলেন এই ধারণায় যে, সে তার জান ও মালের ভয়েই ইসলামের দাবী জানিয়েছিল।

কোন মানুষ যখন ইসলামের দাবী করবে, তার থেকে ইসলাম বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। এ সম্বন্ধে কুর'আনের ঘোষণা এই যে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا○

[سورة النساء : ٩٤]

অর্থাৎ ((হে মু'মিনগণ ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বহির্গত হও, তখন প্রত্যেক কাজ যাচাই করে নিও))। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯৪ আয়াত)।

এই আয়াত পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এরূপ ব্যাপারে হত্যা থেকে বিরত থেকে তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তদন্তের পর যদি তার ইসলাম বিরোধিতা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় তবে তাকে হত্যা করা যাবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, فتبينوا (ফাতাবাইয়ানু) অর্থাৎ তদন্ত করে দেখ। তদন্ত করার পর দোষী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে হবে। যদি এই অবস্থায় হত্যা না করা হয় তা হলে ঃ 'ফাতাবাইয়ানু'— তাসাব্বুত (অর্থে) অর্থাৎ স্থির নিশ্চিত হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

এভাবে অনুরূপ হাদীছগুলির অর্থ বুঝে নিতে হবে। ঐগুলির অর্থ হবে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ ও

www.pathagar.com

ইসলাম প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে— যে পর্যন্ত বিপরীত কোন কিছু প্রকাশিত না হয়। এ কথার দলীল হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কৈফিয়তের ভাষায় ওসামাকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করেছ ?

এবং তিনি আরও বলেছিলেন ঃ "আমি লোকদেরকে হত্যা করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলবে ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' সেই রাসূলই কিন্তু খারিজীদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

[البخارى و مسلم]

"যেখানেই তোমরা তাদের পাবে, হত্যা করবে। আমি যদি তাদের পেয়ে যাই তবে তাদেরকে হত্যা করব, 'আদ জাতির মত সার্বিক হত্যা।" (বুখারী ও মুসলিম)।

যদিও তারা ছিল লোকদের মধ্যে অধিক ইবাদতগুযার, অধিক মাত্রায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুবহানাল্লাহ' উচ্চারণকারী।

খারেজীরা এমন বিনয়-নম্রতার সঙ্গে ছালাত আদায় করত যে, ছাহাবাগণ পর্যন্ত নিজেদের ছালাতকে তাদের ছালাতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করতেন। তারা কিন্তু 'ইল্‌ম শিক্ষা করেছিল ছাহাবাগণের নিকট হতেই। কিন্তু কোনই উপকারে আসল না তাদের "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা, তাদের অধিক পরিমাণ ইবাদত করা এবং তাদের ইসলামের দাবী করা, যখন তাদের থেকে শরী'অতের বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেল।

ঐ একই পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে ইয়াহুদদের হত্যা এবং বানু হানীফার বিরুদ্ধে ছাহাবাদের যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড। একই কারণে নবী ﷺ বানী মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যখন তাঁকে একজন লোক এসে খবর দিল যে, তারা যাকাত দিবে না। এ সংবাদ এবং অনুরূপ অবস্থায় তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا O [سورة الحجرات:٦]

www.pathagar.com

অর্থাৎ ((হে মুমিনগণ ! যখন কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবে)) । (সূরা হুজুরাাত, ৪৯ ঃ ৬ আয়াত) ।

জেনে রাখ, উপরোক্ত সংবাদদাতা তাদের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল।

এরূপে রাসূলুল্লাহ্র ﷺ যে সমস্ত হাদীছকে তারা হুজ্জত রূপে পেশ করে থাকে তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য তা'ই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য

[উপস্থিত জীবিত ব্যক্তির নিকট তার আয়ত্তাধীন বিষয়ে সাহায্য কামনা এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট তার ক্ষমতার অতিরিক্ত বিষয়ে সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য ।]

তাদের (মুশরিকদের) মনে আর একটি সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে আছে । আর তা' হচ্ছে এই ঃ নবী ﷺ বলেছেন যে, সমস্ত লোক ক্বিয়ামত দিবসে তাদের হয়রান পেরেশানী অবস্থায় প্রথমে সাহায্য কামনা করবে আদমের (আঃ) নিকট, তারপর নূহের (আঃ) নিকট, তারপর ইবরাহীমের (আঃ) নিকট, তারপর মূসার (আঃ) নিকট, অতঃপর ঈসার (আঃ) নিকট । তারা প্রত্যেকেই তাদের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে 'ওযর পেশ করবেন। শেষ পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ্র ﷺ নিকট গমন করবেন ।

তারা বলে ঃ এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকটে সাহায্য চাওয়া শির্ক নয় ।

আমাদের জবাব হচ্ছে ঃ আল্লাহ্র কি মহিমা ! তিনি তাঁর শত্রুদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন ।

সৃষ্ট জীবের নিকট তার আয়ত্বাধীন বস্তুর সাহায্য চাওয়ার বৈধতা আমরা অস্বীকার করি না ।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মূসার (আঃ) ঘটনায় বলেন ঃ

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ○ [القصص:١٥]

www.pathagar.com

অর্থাৎ ((তখন তার সম্প্রদায়ের লোকটি তার শত্রুপক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল)) । (সূরা কাসাস্, ২৮ ঃ ১৫ আয়াত)।

মানুষ তার সহচরদের নিকট যুদ্ধে বা অন্য সময়ে ঐ বস্তুর সাহায্য চায় যা মানুষের আয়ত্বাধীন । কিন্তু আমরা তো ঐরূপ সাহায্য প্রার্থনা অস্বীকার করছি যা ইবাদত স্বরূপ মুশরিকরা করে থাকে ওলীদের কবর কিংবা মাজারে, অথবা তাদের অনুপস্থিতিতে এমন সব ব্যাপারে তাদের সাহায্য কামনা করে যা মঞ্জুর করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই নেই ।

যখন আমাদের এ বক্তব্য সাব্যস্ত হল, তখন নবীদের নিকট কিয়ামতের দিন এ উদ্দেশ্যে সাহায্য চাওয়া যে, তাঁরা আল্লাহ্র নিকট এ প্রার্থনা জানাবেন যাতে তিনি জান্নাতবাসীর হিসাব (সহজ ও শীঘ্র) সম্পন্ন করে হাশরের ময়দানে অবস্থানের কষ্ট হতে আরাম দান করেন, এ ধরনের প্রার্থনা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই সঠিক । যেমন জীবিত কোন নেক লোকের নিকট তুমি গমন করলে, সে তোমাকে তার নিকট বসতে দেয় এবং কথা শুনে। তাকে তুমি বলঃ আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন, যেমন নবীর ﷺ ছাহাবীগণ তাঁর জীবিতকালে তাঁর নিকট অনুরোধ জানাতেন । কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের নিকট গিয়ে এই ধরনের অনুরোধ কখনো তারা জানান নি । বরং সালাফুস সালেহ বা পূর্ববর্তী মাশায়েখগণ তাঁর কবরের নিকট গিয়ে আল্লাহ্কে ডাকতে (এবং সেটাকে অবাঞ্ছিত কাজ মনে করে তাকে সম্মতি দিতে) অস্বীকার করেছেন। অবস্থার এই প্রেক্ষিতে কি করে স্বয়ং তাঁকেই কিংবা তাঁদেরকেই ডাকা যেতে পারে ?

তাদের মনে আর একটা সংশয় রয়েছে ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনায় । যখন তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন তখন শূন্যলোক হতে জিব্রাইল (আঃ) তাঁর নিকট আরয করলেন, আপনার কি কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে ? তখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেনঃ যদি বলেন, আপনার নিকট, তবে আমার কোনই প্রয়োজন নেই ।

তারা (মুশরিকরা) বলেঃ জিব্রাইলের নিকট সাহায্য কামনা করা যদি শির্ক হত তাহলে তিনি কিছুতেই ইব্রাহীমের (আঃ) নিকট উক্ত প্রস্তাব পেশ করতেন না । এর জবাব হচ্ছেঃ এটা প্রথম শ্রেণীর সন্দেহের পর্যায়ভুক্ত । কেননা, জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে এমন এক ব্যাপারে উপকার করতে চেয়েছিলেন যা করার মত ক্ষমতা ছিল তার আয়ত্তাধীন । আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁকে شديد القوة (শদীদুল কু-আ) অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী

www.pathagar.com

বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্‌রাহীমের (আঃ) জন্য প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড এবং তার চারদিকের জমি ও পাহাড় যা কিছু ছিল সেগুলি ধরে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে নিক্ষেপ করতে যদি আল্লাহ্ অনুমতি দিতেন তা হলে তিনি তা অবশ্যই করতে পারতেন। যদি আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমকে (আঃ) দুশমনদের নিকট থেকে দূরবর্তী কোথাও স্থানান্তরিত করতে আদেশ দিতেন, তাও তিনি অবশ্যই করতে পারতেন, আর আল্লাহ্ যদি তাকে আকাশে তুলতে বলতেন, তাও তিনি করতে সক্ষম হতেন।

তাদের সংশয়ের বিষয়টি তুলনীয় এমন একজন বিত্তশালী লোকের সঙ্গে যার প্রচুর ধন সম্পদ রয়েছে। সে একজন অভাবগ্রস্ত লোক দেখে তার অভাব মিটানোর জন্য তাকে কিছু অর্থ ঋণ স্বরূপ দিয়েই দিল। কিন্তু সেই অভাবগ্রস্ত লোকটি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং কারও কোন অনুগ্রহের তোয়াক্কা না করে আল্লাহ্‌র রিয্‌ক না পৌঁছা পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করল। তা হলে এটা বান্দার নিকট সাহায্য কামনা এবং শির্‌ক কেমন করে হল ? আহা ! যদি তারা তা বুঝত !

ষোড়শ অধ্যায়

শরয়ী 'ওযর ছাড়া কায়মনোবাক্যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা

আমি এবার ইনশা 'আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করে আমার বক্তব্যের উপসংহার টানব। পূর্ব আলোচনা সমূহে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত হয়েছে বটে, কিন্তু তার বিশেষ গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তৎসম্পর্কে অধিক ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলে আক্বিউক্ত বিষয়ে এখানে পৃথক ভাবে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাব।

এ বিষয়ে কোনই দ্বিমত নেই যে, তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের স্বীকৃতি হতে হবে অন্তর দ্বারা, রসনা দ্বারা এবং তার বাস্তবায়ন দ্বারা। এর থেকে যদি কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটে, তবে সে মুসলিম পদবাচ্য হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি তাওহীদ কী– তা হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু তার উপর 'আমল না করে, তবে সে হবে হঠকারী কাফির, তার তুলনা হবে ফির'আউন,

www.pathagar.com

ইবলীস প্রভৃতির সঙ্গে। এখানেই অধিক সংখ্যক লোক বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা বলে থাকে ঃ এটা সত্য, আমরা এটা বুঝেছি এবং তার সত্যতার সাক্ষ্যও দিচ্ছি। কিন্তু আমরা তা কার্যে পরিণত করতে সক্ষম নই। আর আমাদের দেশবাসীদের নিকট তা সিদ্ধ নয় – কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণকারী তাদের ব্যাপারে আলাদা। এই সব অযুহাত এবং অন্যান্য 'ওযর আপত্তি তারা পেশ করে থাকে।

আর এই হতভাগারা বুঝে না যে, অধিকাংশ কাফির নেতা এ সত্যটা জানত, কিন্তু জেনেও তা প্রত্যাখ্যান করত শুধু কতিপয় 'ওযর আপত্তির জন্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ○ [سورة التوبة : ٩]

অর্থাৎ ((তারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহ নগন্য মূল্যে বিক্রয় করে)) (সূরা তাওবাঃ, ৯ ঃ ৯ আয়াত)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ○ [سورة البقرة : ١٤٦]

অর্থাৎ ((তারা তাকে (রাসূলুল্লাহ্) চিনে, যেমন চিনে তারা আপন পুত্রদেরকে))। (সূরা বাক্বারা, ২ ঃ ১৪৬ আয়াত)।

আর কেউ যদি তাওহীদ না বুঝে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তার উপর 'আমল করে অথবা সে যদি অন্তরে বিশ্বাস না রেখে 'আমল করে তবে তো সে মুনাফিক, সে নিরেট কাফির থেকেও মন্দ।

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধে তাঁর পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করে বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ○ [سورة النساء : ١٤٥]

অর্থাৎ ((নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে))। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৫ আয়াত)।

www.pathagar.com

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, অতীব দীর্ঘ ও ব্যাপক। তোমার নিকট এটা প্রকাশ হয়ে যাবে যখন জনসাধারণের উপর গভীর চিন্তা ভাবনা করবে, তখন তুমি দেখবে সত্যকে জেনে বুঝেও তারা তার উপর 'আমল করে না এই আশঙ্কায় যে, তাদের পার্থিব ক্ষতি হবে অথবা কারও সম্মানের হানি হবে কিংবা সম্পর্কের ক্ষতি হবে।

তুমি আরও দেখতে পাবে যে, কতক লোক প্রকাশ্য ভাবে কোন কাজ করছে, কিন্তু তাদের অন্তরে তার সাড়া নেই। তাকে তার অন্তরের প্রত্যয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে দেখবে যে, সে তাওহীদ কি তা বুঝে না।

অবস্থার এই প্রেক্ষিতে মাত্র দুটি আয়াতের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা তোমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। প্রথম আয়াতটি হচ্ছেঃ

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ○ [سورة التوبة : ٦٦]

অর্থাৎ ((তোমরা এখন (বাজে) ওযর পেশ কর না, তোমরা তো নিজেদেরকে মু'মিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ))। (সূরা তাওবা, ৯ঃ ৬৬ আয়াত)।

যখন এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, কতিপয় ছাহাবী যারা রাসূলের ﷺ সঙ্গে রোমের (তাবুকের) যুদ্ধে গমন করেছিল তারা ঠাট্টাচ্ছলে কোন কথা বলার জন্য কাফির হয়ে গিয়েছিল। আর এটাও তোমার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, হাসি ঠাট্টার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অধিক গুরুতর সেই ব্যক্তির কথা যে কুফরী কথা বলে অথবা ধনদৌলতের ক্ষতির আশঙ্কায় কিংবা সম্মান হানি অথবা সম্পর্কের ক্ষতির ভয়ে কুফরীর উপর 'আমল করে।

দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছেঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ○ [سورة النحل : ١٠٦-١٠٧]

অর্থাৎ ((কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহ্কে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব

www.pathagar.com

এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি ; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরী কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল। এটা এজন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে প্রিয় মনে করে))। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ঃ ১০৬-১০৭ আয়াত)।

আল্লাহ্ এদের কারোরই ওযর আপত্তি কবুল করবেন না, তবে কবুল করবেন শুধু তাদের ওযর আপত্তি যাদের অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও প্রশান্ত রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে জবরদস্তি বাধ্য করা হয়েছে। এরা ছাড়া উপরোল্লিখিত ব্যক্তিরা তাদের ঈমানের পর কুফরী করেছে। চাই তারা ভয়েই তা করে থাকুক অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় হোক কিংবা তার দেশের বা স্বজনদের প্রতি অনুরাগের জন্যই হোক কিংবা গোত্র অথবা ধন-দৌলতের প্রতি আকর্ষণের জন্যই হোক অথবা হাসি ঠাট্টা ছলেই কুফরী কালাম উচ্চারণ করুক অথবা এ ছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তা করে থাকুক, কিন্তু বাধ্যবাধকতা ছাড়া। সুতরাং, বর্ণিত আয়াতটি এই অর্থই বুঝিয়ে থাকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রথম ঃ আল্লাহ্‌র সেই বাণী যাতে বলা হয়েছে ঃ "কিন্তু যদি তাকে বাধ্য করা হয়ে থাকে," আল্লাহ্ বাধ্যকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যতিক্রমের সুযোগ রাখেননি। একথা সুবিদিত যে, মানুষকে একমাত্র কথা অথবা কাজের মাধ্যমেই বাধ্য করা যায়। কিন্তু অন্তরের প্রত্যয়ে কাউকে বাধ্য করা চলে না।

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ্‌র এই বাণী ঃ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ۝ [سورة النحل:١٠٧]

অর্থাৎ ((এটা এজন্য যে, তারা আখিরাতের চেয়ে দুনিয়ার জীবনকে প্রিয় মনে করে))। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ঃ ১০৭ আয়াত)।

এ আয়াতটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই কুফরী ও তার শাস্তি তাদের 'ইতেকাদ' মূর্খতা, দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা কুফরীর প্রতি অনুরাগের কারণে নয়, বরং এর একমাত্র কারণ হচ্ছে দুনিয়া থেকে কিছু অংশ হাছিল করা। এ কারণেই সে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

www.pathagar.com

পাক পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই এ সম্পর্কে অধিক অবহিত রয়েছেন, আর সকল প্রশংসা জগত সমূহের রব আল্লাহ্র জন্য।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين وسلم آمين

আর আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবার ও সহচরবর্গের উপর এবং তাঁদের সকলের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন ! আমীন !

সমাপ্ত

www.pathagar.com